FQH = 19

তায়াম্মুমের আহকাম

তায়াম্মুমের পরিচয়

আরবী ভাষায় তায়াম্মুম শব্দটি ইচ্ছা পোষণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরী'আতের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলতে,

قصد صعيد مطهر واستعماله حقيقة أو حكما بصفة مخصوصة.

''নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পবিত্রতার নিয়তে; পবিত্র মাটির ওপর হাত মেরে; চেহারা (মুখ মণ্ডল) ও কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ (মর্দন) করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।'' (আল ফিকহুল ইসলামী: ১/৪৯৮)

তায়াম্মুমের বিধান

তায়াম্মুমের বিধানটি কুরআন, হাদীস ও ইজমা’ কর্তৃক প্রমাণিত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“তোমরা রোগাক্রান্ত বা মুসাফির হলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে অতঃপর পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল ও উভয় হাত (কব্জিসহ) মাসেহ করবে। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে সমস্যায় ফেলতে চান না। বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর নিজ নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিতে যেন তোমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হতে পার।” সূরা মায়েদাহ, আয়াত নং-৬

ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ؟ قَالَ: أَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ.

“আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি সবার সাথে সালাত আদায় না করে সামান্য দূরে অবস্থান করছে। তখন তিনি বললেন: তোমার কি হয়েছে, সবার সঙ্গে সালাত পড়োনি কেন? সে বলল: আমি জুনুবী, অথচ পানি নেই। তিনি বললেন: মাটি ব্যবহার (তায়াম্মুম) কর। তোমার জন্য মাটিই যথেষ্ট।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৬৮২

অনুরূপভাবে কুরআন-সুন্নাহ এবং সকল উলামাদের ঐকমত্যে ইসলামী শরী‘আতে তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে। তাই কেউ অস্বীকার করলে মুরতাদ হয়ে যাবে।

তায়াম্মুম সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ

১. শরীয়াহ সম্মত কোনো ওজর পাওয়া যাওয়া

২. মাটি বা মাটি জাতীয় জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করা

৩. চামড়ার উপর আবরণ কিছু না থাকা

৪. হাতের পুরো তালু বা বেশীর ভাগ দ্বারা মাসেহ করা

৫. উভয় হাতের তালু মাটির উপর দুইবার মারা

৬. তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কোনো কিছু পাওয়া না যাওয়া

শরীয়ত সম্মত ওজর সমূহ

- ব্যক্তি ও পানির মধ্যের দূরত্ব সর্বনিম্ন এক মাইল
- অসুস্থতা
- পানির স্বল্পতা
- পানি থাকা সত্ত্বেও তা নাগালে না পাওয়া
- শত্রু বা অন্য কিছুর ভয়
- জানাযা ও ঈদের নামাজের সময় খুবই কম থাকা

তায়াম্মুম সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ

১. এমন কোনো ওজর (বা অপারগতা) পাওয়া যেতে হবে, যার কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ হয়।

তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার অপারগ পরিস্থিতি হলো

(ক) ব্যক্তি ও পানির মধ্যের দূরত্ব এক মাইল বা এর চেয়ে বেশি হওয়া। সুতরাং এর মধ্যে পানি না পেলে তায়াম্মুম করা জায়েয।
(খ) অসুস্থতা; তথা পানি ব্যবহারের কারণে রোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি বা সুস্থ হতে দেরী হওয়ার সম্ভাবনা অথবা প্রাণ বা অঙ্গহানির আশঙ্কা করলে।

জাবির রাযি. ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, "আমরা সফরে বের হলে আমাদের একজনের মাথায় পাথর পড়ে তার মাথা ফেটে যায়। ইতোমধ্যে তার স্বপ্নদোষ হয়। তখন সে তার সাথীদেরকে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা শরী'আতে আমার জন্য তায়াম্মুম করার কোনো সুযোগ খুঁজে পাচ্ছো কি? তারা বলল; না, তোমার জন্য তায়াম্মুমের কোনো সুযোগ নেই। কারণ, তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম। অতঃপর সে গোসল করার সাথে সাথেই মারা যায়। এরপর আমরা নবী সা. এর নিকট পৌঁছলে তাঁকে এ সম্পর্কে জানানো হলে তিনি (তিরস্কার স্বরূপ) বললেন,

"ওরা বেচারাকে মেরে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করুক। তারা যখন ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত নয় তখন তারা কাউকে জিজ্ঞাসা করেনি কেন? কারণ, জিজ্ঞাসাই হচ্ছে অজ্ঞতার উপশম। তায়াম্মুমই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। ক্ষতের উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে তাতে মাসেহ এবং বাকী শরীর ধৌত করে নিলেই চলতো।" আবু দাউদ, ৩৩৭

(গ) পানি এত কম যে ব্যবহার করে ফেললে নিজে অথবা অন্যরা পিপাসায় কাতর হয়ে পড়বে।

(ঘ) পাশেই কূপ বা পুকুর আছে, কিন্তু পানি এতো নিচে যে তা থেকে পানি উঠানোর কোনো ব্যবস্থা নেই।

(ঙ) পানি কাছেই আছে, কিন্তু দুশমন অথবা ভয়ংকর কোনো পশু-প্রাণীর কারণে পানি ব্যবহার করতে অপারগ।

(চ) প্রবল ধারণা যে অজু করতে গেলে ঈদ বা জানাজার নামাজ ছুটে যাবে, তখন তায়াম্মুম করা যাবে। কারণ এগুলোর কাজা বা বিকল্প নেই।

২. তায়াম্মুম পবিত্র মাটি দ্বারা হতে হবে। অথবা মৃত্তিকাজাত বস্তু দ্বারা। যেমন; পাথর, বালু, ধুলা ইত্যাদি। সুতরাং গাছপালা, সোনা, রুপা ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নেই।

- তায়াম্মুমের একমাত্র উপকরণ পবিত্র মাটি এবং তার শ্রেণীভুক্ত সকল বস্তু (যেমন, পাথর, বালু, কংকর, সিমেন্ট প্রভৃতি) দ্বারা তায়াম্মুম শুদ্ধ। ধুলাযুক্ত মাটি না পাওয়া গেলে পাথর বা বালুতেও তায়াম্মুম বৈধ হবে।
- পোড়ানো ইট, চীনামাটি বা কাদামাটির পাত্র দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। তবে ঐগুলোতে যদি এমন কোন জিনিসের চিহ্ন থাকে যা মাটি জাতীয় নয় যেমন, কাচ ইত্যাদির চিহ্ন (আবরণ) থাকে, তাহলে ঐগুলো দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। সাধারণত চিনা মাটির প্লেটে কাঁচের কারুকাজ থাকলে এর দ্বারা তায়াম্মুম হবে না।

- যে সমস্ত মাটি, পাথর দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে তা পাক হতে হবে অর্থাৎ তাতে নাপাকীর কোন চিহ্নই থাকতে পারবে না; বা পূর্বে নাপাকী ছিলো কিন্তু বর্তমানে শুকিয়ে যাওয়ার কারণে নাপাকীর চিহ্ন নেই এরূপও হতে পারবে না।

বি.দ্র. যে মাটি বা পাথর দ্বারা তায়াম্মুম করব তাতে যদি কোন সময় নাপাকী ছিলো বলে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে সন্দেহ অমূল্যক ও ভিত্তিহীন।

৩. মাসেহ করার সময় চামড়ার উপর কোনো প্রতিবন্ধক বস্তু থাকতে পারবে না; যেমন; মোম, চর্বিজাত দ্রব্য ইত্যাদি। যদি থাকে তাহলে ওসব বস্তু অপসারণ করা আবশ্যক; অন্যথায় তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না।

৪. হাতের পুরো তালু অথবা বেশির ভাগ দ্বারা মাসেহ করা। যদি কেউ দুই আঙুল দ্বারা মাসেহ করে তাহলে তায়াম্মুম সহীহ হবে না।

৫. উভয় হাতের তালু মাটির ওপর দুইবার মারা। একবার চেহারা মাসেহের জন্য, আরেকবার উভয় হাত মাসেহের জন্য।

বি.দ্র-একই স্থানে দুইবার মারলেও তায়াম্মুম হয়ে যাবে। তেমনি যদি শরীরে মাটি লেগে থাকে তাহলে তায়াম্মুমের নিয়তে মাসেহ করলেও তায়াম্মুম হয়ে যাবে।

৬. তায়াম্মুম চলাকালে তায়াম্মুমবিরোধী কোনো বিষয় না থাকা; যেমন-নারীদের মাসিক, নেফাস অথবা প্রস্রাব-পায়খানা চলাকালে তায়াম্মুম করা। এ অবস্থায় তায়াম্মুম করলে তা শুদ্ধ হবে না।

তায়াম্মুমের ফরজ

১. নিয়ত করা

২. পুরো চেহারা মাসেহ করা

৩. উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা

তায়াম্মুমের সুন্নত

১. তায়াম্মুমের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া।
২. ফরযগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
৩. মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করার মাঝে অন্য কোন কাজ দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি না করা।
৪. উভয় হাত মাটিতে স্থাপন করে সামনের ও পিছনের দিকে টেনে আনা।
৫. উভয় হাত মাটি থেকে ওঠানোর পর ঝেড়ে ফেলা।
৬. উভয় হাত মাটিতে রাখার সময় আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে রাখা।

যেসব কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়

১. যেসব কারণে অজু ভেঙে যায়, সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভেঙে যায়।
২. পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়ে গেলে ও তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদানকারী অপারগতা দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভেঙে যাবে।

পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে

দুই অবস্থা- ১. সালাত থাকাবস্থায়। ২. সালাত আদায়ের পর।

১. সালাত থাকাবস্থায়ঃ সালাতে থাকা অবস্থায় পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে; সালাত ভঙ্গ করে পানি দিয়ে অযু করে নিবে।

২. সালাত আদায়ের পরঃ তায়াম্মুম করে সালাত পড়ার পর; সময় থাকতে পানি পেলে অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে পুনরায় অযু করে সালাত আদায় করতে হবে না। যদিও উক্ত সালাত দ্বিতীয়বার পড়ার সময় থাকে।

তায়াম্মুমের রিলেটেড বিবিধ মাসআলা

- যে লোকের আশা আছে যে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আগেই ইনশাআল্লাহ পানি পাওয়া যাবে, তার জন্য তায়াম্মুমে বিলম্ব করা মুস্তাহাব।
- যাকে কেউ পানি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে, তার জন্য তায়াম্মুমে বিলম্ব করা জরুরি। যার কাছে সামান্য পানি আছে, যা রুটি তৈরির জন্য লাগবে, সে পানি দ্বারা রুটি তৈরি করবে, আর নামাজের জন্য তায়াম্মুম করবে। কিন্তু যার কাছে সামান্য পানি আছে, যা তরকারি রান্না করতে লাগবে, তাহলে ওই পানি দ্বারা অজু করবে, তরকারি রান্না করবে না।

পানিও নেই মাটিও নেই এমতাবস্থায় যা করতে হবে

পানিও নেই মাটিও নেই এবং এর কোনো একটি সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হয়নি অথবা পেয়েছে তবে অযু বা তায়াম্মুম করা তার পক্ষে অসম্ভব এমতাবস্থায় সে অযু বা তায়াম্মুম না করেই সালাত আদায় করবে। যেমন, কোনো ব্যক্তির হাত-পা সম্পূর্ণরূপে বাঁধা। অযু বা তায়াম্মুম করা কোনো মতেই তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় সে অযু বা তায়াম্মুম ছাড়াই সালাত আদায় করবে। তবে পরবর্তীতে তা কাযা করবে।

কারণ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে আছে-১/৮১

المحبوس في السجن يصلي بالتيمم ويعيد بالوضوء. لان العجز انما تحقق بصنع العباد وصنع العباد لا يؤثر في اسقاط حق الله تعالى.

ভিডিও- https://youtu.be/z5OABOVSkb8